প্রথম আলো

তারিখ ..16 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৬...

স্কুলে খাবার কর্মসূচি শিক্ষার্থী বাড়াচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি নিয়ে কর্মশালা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের খাবার (বিস্কুট) দেওয়া হয়, সেখানে স্কুলগুলোতে ভর্তির হার আগের তুলনায় ৫ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এসব এলাকায় প্রাথমিকে ভর্তিও শতভাগ। তবে এই প্রতিবেদনের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হননি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা নিয়ে কর্মশালায় কর্মসূচির ২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বিতরণ করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলাগুলোতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী ভর্তির হার শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, শিক্ষার গুণগত মানেও ইতিবাচক পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭২টি উপজেলায় কর্মসূচির আওতাভুক্ত ছিল প্রায় ২৭ লাখ শিশু। প্রত্যেক শিশুকে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ভিত্তিতে ৭৫ গ্রাম ওজনের এক প্যাকেট পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট দেওয়া হয়। প্রকল্পটি গত বছরের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন ৯৩টি উপজেলার প্রায় ৩৪ লাখ শিক্ষার্থী এই সুবিধা পাবে।

অবশ্য কর্মশালায় বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন জেলে, কুমার, নাপিত—সবার মধ্যে একটা বোধ তৈরি হয়েছে। এই বোধ থেকেই আসলে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে নতুন বই দেওয়া একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। এতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। তিনি সরকারের ওপর নির্ভর না করে এলাকার মানুষকে স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীরের সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উল আলম, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধি খ্রিস্টা রাডার, ইউনিসেফের পাওয়ান কুচিতা, প্রকল্পের পরিচালক বাবলু কুমার সাহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কর্মসূচির আওতাভুক্ত পাঁচজন শিক্ষার্থী ইতালিতে অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠিয়ে ভালো করায় তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়।